ব্যবস্থা/উপস্থাপন/আদেশ/নথিভুক্ত

EE	IO
AEE	HA
AO	PA
ESTIMesh	AA

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

পত্র সংখ্যা- ৪৬. ০০. ০০০০. ০৩৯. ০১৮. ০০৯. ২০২০- ৭৮৯

তারিখঃ ১৯ আশ্বিন ১৪২৮
০৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৭/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্রঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৬/০৯/২০২১ তারিখের ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২১-২৩ সংখ্যক পত্র

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্র সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৭/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত এ সাথে প্রেরণ করা হল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

০৪/১০/২০২১

এ কে এম মিজানুর রহমান
উপসচিব
ফোন- ২২৩৩৫৫৫৭৩
E-mail: lgadmin1@lgd.gov.bd

বিতরণ (স্থানীয় সরকার বিভাগ):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল)/মহাপরিচালক (পমূপ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/সিটি কর্পোরেশন-২/জেলা পরিষদ/পৌর-১/পৌর-২/উপজেলা-২/ইউনিয়ন পরিষদ-১/ইউনিয়ন পরিষদ-২/মনিটরিং-১/প্রশাসন-২/উন্নয়ন-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (উপজেলা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ঢাকা/রেজিস্ট্রার জেনারেল, রেজিষ্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর/সিলেট/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা/খুলনা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা।
৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/নারায়নগঞ্জ/কুমিল্লা/রংপুর/ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপিঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহন পুল ভবন
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।
www.molwa.gov.bd

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর/উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) হজপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নম্বরঃ
তারিখঃ ২২/৭/২১
স্বাক্ষর

বিষয়ঃ মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৭-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	১৭-০৮-২০২১, সকাল ১১-৩০ টা
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ শাহাদত বরণকারী সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মহান বিজয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বর ও শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস ১৪ ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিবস। এ দিবস দুটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে এ সভার মাধ্যমে কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে। এ বছর স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কার্যক্রম এবং মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান চলমান রয়েছে। এছাড়া স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বিষয় উল্লেখ করে তিনি বিজয় দিবস-২০২১ আরো জাঁকজমকপূর্ণ, বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করার আহবান জানান। এ পর্যায়ে তিনি মাননীয় মন্ত্রী, জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হককে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

২.০ সভাপতি, জনাব আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। এই মহান নেতা, মহান শিক্ষক এর আহবানে সাঁড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ এবং অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে মহান বিজয় অর্জন করেন। বিজয় দিবসের এই দিনটি নিঃসন্দেহে জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। তিনি বলেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বিজয় দিবসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের নিমিত্ত একটি রূপরেখা প্রস্তুত করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সুবর্ণজয়ন্তী পালনের নিমিত্ত মন্ত্রিসভা কমিটি অনুমোদন করেছেন। এই কমিটিও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি বিজয় দিবসের যে কর্মসূচি রয়েছে সেগুলি পালন করার সাথে সাথে আরও অনেক কর্মসূচি সংযোজন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, গত বছর মহামারীর কারণে দিবসটি জাঁকজমকপূর্ণভাবে করা সম্ভব হয়নি। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, আল্লাহর মেহেরবানিতে ১৬ই ডিসেম্বরে হয়তো এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। তিনি জানান, প্রতি বছরই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে থাকে। এটি এ মন্ত্রণালয়ের একটি রুটিন ওয়ার্ক। তিনি এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত উপসচিব (প্রশাসন), জনাব দেবাশীষ নাগ-কে খসড়া কর্মসূচি পাঠ করার জন্য আহবান জানান।

৩.০ অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন), জনাব দেবাশীষ নাগ ২০২১ সালের জন্য মহান বিজয় দিবসের খসড়া জাতীয় কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। খসড়া কর্মসূচির বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন (সংযোজনী-ক)।

৪.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে মহান বিজয় দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ জাতীয় কর্মসূচি চূড়ান্ত করার বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহিত হয়ঃ

ক্রমিক	তারিখ/সময়	খসড়া কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	১৬-১২-২০২১	মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ।	মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রাপ্তি তারিখ ২২/৭/২১
নম্বর ২৩০২

সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয়ও কাউন্সিল/জেপ)

২।	১৬-১২-২০২১	মহান বিজয় দিবস উদযাপনের জন্য সাধারণ ছুটি ঘোষণা।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩।	১৬-১২-২০২১ (সূর্যোদয়ের সাথে সাথে) ১৫-১২-২০২১ এবং ১৬-১২-২০২১ (বিধি মোতাবেক নামাতে হবে)	ক) সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। খ) ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বাংলাদেশের বৃহদাকারের পতাকা উত্তোলন। গ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ভবনের মালিক। বিঃদ্রঃ তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বিষয়সমূহ (বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারের ব্যবস্থা করবে)। খ) মেয়র, উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পৌরসভা, সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/ভবনের মালিক।
৪।	১৬-১২-২০২১	ক) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ঢাকায় একত্রিশবার তোপধ্বনি। খ) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় একত্রিশবার তোপধ্বনি।	ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ। খ) জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	১৬-১২-২০২১ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৬।	১৬-১২-২০২১ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
৭।	১৬-১২-২০২১	ক) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে উপস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যবৃন্দ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ। খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকগণ এবং বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণকারী আমন্ত্রিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	ক) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। খ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

অপর পৃষ্ঠা-০৩ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	খসড়া কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮।	১৬-১২-২০২১	(ক) তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সকাল ১০.৩০টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বিএনসিসি, বর্ডারগার্ড, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষীগণ কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ এবং বিমান বাহিনীর বিশেষ ফ্লাইপাস্ট এবং এরোবেটিক্স এয়ার শো, উড়ন্ত হেলিকপ্টার হতে রজ্জু বেয়ে অবতরণ, প্যারাসুট জাম্প, চলন্ত যান্ত্রিক সামরিক কন্টিনজেন্টের সালাম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সালাম গ্রহণ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার এবং বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (প্যারেড স্কয়ারের দু'পাশে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থাসহ) অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। (খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ভিত্তিক যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী	ক) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ/মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়/জন নিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/তথ্য মন্ত্রণালয়/বিদ্যুৎ বিভাগ/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল/বাংলাদেশ টেলিভিশন/বাংলাদেশ বেতার/গণ যোগাযোগ অধিদপ্তর/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/বেসরকারি বেতার, টিভি চ্যানেলসমূহ। খ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৯।	১৬-১২-২০২১	দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্কাউটস, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং শিশু-কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান।	জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), বাংলাদেশ পুলিশ, প্রশাসক, জেলা/উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ।
১০।	১৬-১২-২০২১	জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সুদরঘাটসহ, ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর বাদক দল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।
১১।	১৬-১২-২০২১	চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা (নারায়নগঞ্জ) ও বরিশালসহ বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে এককভাবে/যৌথভাবে এবং চাঁদপুরে ও মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ এককভাবে বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড ও বাংলাদেশ পুলিশ।

অপর পৃষ্ঠা-০৪ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	খসড়া কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১২।	১৬-১২-২০২১ (সুবিধাজনক সময়ে)	ক) জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক স্ব স্ব জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ। খ) সকল সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পৌরসভা (সকল) জেলা ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (সকল)। খ) সকল সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, প্রশাসক, জেলা/উপজেলা, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড (সংশ্লিষ্ট)।
১৩।	১৬-১২-২০২১ (সুবিধাজনক সময়ে)	জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব), ফুটবল, কাবাডি ও হা-ডু-ডু খেলার আয়োজন।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৪।	১৬-১২-২০২১ (সুবিধাজনক সময়ে)	বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি/বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, গারো কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শাওতাল সম্প্রদায় রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায় কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৫।	১৬-১২-২০২১ থেকে ৩১-১২-২০২১	ক) 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম। খ) জাতীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন।	ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। খ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিশ্বদ্যিালয় মঞ্জুরি কমিশন।
১৬।	০১-১২-২০২১ থেকে ৩১-১২-২০২১	বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা প্রচার।	তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেল, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
১৭।	১৬-১২-২০২১	ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হল সমূহে বিনা টিকিটে ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং দেশের সর্বত্র মিলনায়তনে/ উন্মুক্ত স্থানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।	তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণ যোগাযোগ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জেলা তথ্য কর্মকর্তা (সকল), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

অপর পৃষ্ঠা-০৫ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	খসড়া কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৮।	১৬-১২-২০২১	সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়।
১৯।	১৬-১২-২০২১	সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে জনমত সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত/মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২০।	১৬-১২-২০২১	দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে কেয়ার ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষাসেবা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২১।	১৬-১২-২০২১	বঙ্গভবনে অপরাহ্নে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে) বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
২২।	১৬-১২-২০২১	ক) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ ও মিশনে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। খ) বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশন প্রধান (সকল)।
২৩।	১৬-১২-২০২১	ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপ এবং বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণ।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহা সড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ।
২৪।	১৬-১২-২০২১	দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক (সকল), পুলিশ সুপার (সকল), সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ও সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।
২৫।	১৬-১২-২০২১	জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা পরিষদ (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অপর পৃষ্ঠা-০৬ দ্রষ্টব্য

ক্রমিক	তারিখ/সময়	খসড়া কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২৬।	১৬-১২-২০২১	সরকারি ও বেসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিনা টিকিটে জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত রাখা।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর, নৌ-বাহিনী জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর, অন্যান্য জাদুঘর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
২৭।	১৬-১২-২০২১	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতাস্তম্ভে/ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র/ পোষ্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
২৮।	১৬-১২-২০২১	স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্তকরণ	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর।

৪.০১ উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণার্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে।

৪.০২ করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শক্রমে উপর্যুক্ত কর্মসূচির সংশোধনী আনয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে।

৪.০৩ আগামি ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবসের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ৩টি কমিটি এবং ৪টি উপকমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়ঃ-

(ক) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটিঃ

১।	সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-	সদস্য
৩।	সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৪।	সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৫।	সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৬।	সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৭।	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮।	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯।	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১০।	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	-	সদস্য
১১।	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২।	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩।	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪।	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৫।	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৬।	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়	-	সদস্য
১৭	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৮।	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৯।	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-	সদস্য
২০।	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১।	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য

অপর পৃষ্ঠা-৭ দ্রষ্টব্য

২২।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	-	সদস্য
২৩।	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২৪।	মহা-পরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহা-পরিদপ্তর	-	সদস্য
২৫।	মহা-পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর	-	সদস্য
২৬।	মহা-পরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	-	সদস্য
২৭।	মহা-পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি	-	সদস্য
২৮।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	-	সদস্য
২৯।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	সদস্য
৩০।	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩১।	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩২।	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩৩।	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	-	সদস্য
৩৪।	মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল	-	সদস্য
৩৫।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	-	সদস্য
৩৬।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
৩৭।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৩৮।	মহান বিজয় দিবস-২০২১ উদযাপন সংক্রান্ত সকল কমিটি/উপ-কমিটির আহবায়ক	-	সদস্য
৩৯।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৪০।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪১।	প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪২।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৩।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৪।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৫।	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৬।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৭।	মহা-পুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৮।	সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর একজন করে উপযুক্ত প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নীচে নহে)	-	সদস্য
৪৯।	পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫০।	নবম পদাতিক ডিভিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫১।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
৫২।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
৫৩।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি:

(১) কমিটি মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সার্বিক তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(৩) স্টিয়ারিং কমিটি অন্যান্য কমিটির সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/পরামর্শ প্রদান করবে।

অপর পৃষ্ঠা-৮ দ্রষ্টব্য

(খ) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র অভিবাদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ কমিটিঃ

১।	জিওসি ৯ পদাতিক ডিভিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সাভার, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	বাংলাদেশ সেনাবহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা জোন	-	সদস্য
১৪।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, ঢাকা জোন	-	সদস্য
১৫।	মহাপুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (বিশেষ শাখা)	-	সদস্য
১৬।	প্রশাসক/বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
১৭।	উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা রেঞ্জ	-	সদস্য
১৮।	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	সদস্য
১৯।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
২০।	উপসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
২১।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
২২।	প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
২৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, ঢাকা	-	সদস্য
২৪।	মেয়র, সাভার পৌরসভা, ঢাকা	-	সদস্য
২৫।	উপমহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা রেঞ্জ, ঢাকা	-	সদস্য
২৬।	কমিটির আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে সশস্ত্র অভিবাদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণের সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-৯ দ্রষ্টব্য

(গ) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

১।	জিওসি ৯ পদাতিক ডিভিশন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সাভার, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩	মহাপুলিশ পরিদর্শকের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪	বিভাগীয়কমিশনার,একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা জোন	-	সদস্য
১৬।	উপসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৭।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৯।	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০।	আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২২।	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের, একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৩।	ডিপিডিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৪।	ডেসকো এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৫।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৬।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৭।	বিএনসিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২৮।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
২৯।	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।	-	সদস্য
৩০।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	-	সদস্য
৩১।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
৩২।	প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
৩৩।	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩৪।	কমিটির আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক তদারকি ও সমন্বয় সাধন।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-১০ দ্রষ্টব্য

(ঘ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রস্তুতকরণ, পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা ও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত উপকমিটিঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল	-	সদস্য
৭।	পিআইডি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮।	সিনিয়র তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৯।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০।	বাংলাদেশ টেলিভিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১।	বাংলাদেশ বেতার এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি/মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রস্তুতকরণ এবং প্রচারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানসহ মহান বিজয় দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বেতার ও টেলিভিশনে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) বেতার ও টেলিভিশনে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৪) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৫) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি বেতার টেলিভিশনের বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান মনিটরিং।

(৬) উপকমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় তাঁর মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে উক্ত উপকমিটির আহবায়কের দায়িত্ব অর্পণ করবে।

অপর পৃষ্ঠা-১১ দ্রষ্টব্য

(ঙ) নিরাপত্তা, ট্রাফিক ও পুলিশের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপকমিটিঃ

১।	পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা	-	আহবায়ক
২।	প্রশাসক/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	-	সদস্য
৩।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	ডিআইজি, (ঢাকা রেঞ্জ) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	উপসচিব (প্রশাসন-১), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
৮।	পুলিশ সুপার, ঢাকা	-	সদস্য
৯।	উপপুলিশ কমিশনার (পশ্চিম), ডিএমপি, ঢাকা	-	সদস্য
১০।	জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ঢাকা	-	সদস্য
১১।	র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৬।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৭।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮।	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৯।	সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
২০।	অধিনায়ক, আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস	-	সদস্য
২১।	অধিনায়ক, ৯ এমপি ইউনিট, সাভার সেনানিবাস	-	সদস্য
২২।	মেয়র, সাভার পৌরসভা, ঢাকা	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক নিরাপত্তা, সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও পুলিশের কর্মবন্টনের যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, তদারকি ও সমন্বয়।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-১২ দ্রষ্টব্য

(চ) যান্ত্রিক বহর প্রদর্শন সংক্রান্ত মূল্যায়ন ও স্থান নির্ধারন সংক্রান্ত উপকমিটিঃ

১।	সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	আইন ও বিচার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৪।	জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫।	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬।	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন কর্তৃপক্ষের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭।	উপসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ ও এ সংক্রান্ত **কার্যক্রম** সমন্বয়;

উপসচিব (বাজেট), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপকমিটিকে সাচিবিক সহয়তা প্রদান করবে।

(২) উপকমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-১৩ দ্রষ্টব্য

(ছ) মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে আমন্ত্রণ ও সংবর্ধনা উপকমিটিঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	আহবায়ক
২।	উপসচিব (প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৩।	উপসচিব (প্রশাসন-৩), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৪।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৬।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিব/পরিচালকের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৭।	স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৮।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৯।	বিদ্যুৎ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১০।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১১।	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১২।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৩।	তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৪।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৫।	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৬।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৭।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৮।	৯ পদাতিক ডিভিশনের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (মেজর বা সমমানের পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
১৯।	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (মেজর বা সমমানের পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২০।	প্রশাসক/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	-	সদস্য
২১।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২২।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৩।	ডিএমপির একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (এসপি/এআইজি এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৪।	গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৫।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৬।	স্থাপত্য অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৭।	গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৮।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
২৯।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিবের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৩০।	ডিজিএফআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (মেজর বা সমমানের পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৩১।	এনএসআই এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপপরিচালকের নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৩২।	বিএনসিসি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (মেজর বা সমমানের পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৩৩।	বাংলাদেশ পুলিশ (বিশেষ শাখা) এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (এসপি/এআইজি এর নিম্নে নয়)	-	সদস্য
৩৪।	উপসচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও আসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তদারকি ও সমন্বয়।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অপর পৃষ্ঠা-১৪ দ্রষ্টব্য

৫.০ সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে কমিটি/উপকমিটির সদস্যগণকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানানো হয় এবং মহান বিজয় দিবস, ২০২১ এর সকল কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতার আশাবাদ ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(আ. ক. ম মোজাম্মেল হক, এমপি)
মন্ত্রী
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

অপর পৃষ্ঠা-১৫ দ্রষ্টব্য

সংযোজনী-ক

৩.১ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

৩.০২ সম্ভাব্য জাতীয় কর্মসূচির ০১ ক্রমিকে বর্ণিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রস্তুতকরণ এর বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণপূর্বক এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংগ্রহ করে বাংলাদেশ বেতার প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.০৩ জাতীয় কর্মসূচির ০২ ক্রমিকে বর্ণিত সাধারণ ছুটির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দিবসটিকে সাধারণ ছুটি হিসাবে ঘোষণা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঐদিন সাধারণ ছুটি থাকলেও সকল সরকারী/বেসরকারী/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অয়োজন এবং উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে সকলের উপস্থিতির উপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি সাধারণ ছুটির এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপনের জন্য সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি উদযাপন/পালন/অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহবান জানান ;

৩.০৪ জাতীয় কর্মসূচির ০৩ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এর বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানানো আমাদের সকলের সাংবিধানিক দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক মাপ এবং রং এর জাতীয় পতাকা যথাযথভাবে উত্তোলনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পতাকার ব্যবহার, রং, পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে সভার পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া পতাকা আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণসহ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জননিরাপত্তা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

৩.০৫ ৩(খ) ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে বৃহদাকারের বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সরকার প্রচলিত পরিমাপ অনুযায়ী জাতীয় পতাকা তৈরি করে তা উত্তোলনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

৩.০৬ ৩(গ) ক্রমিকে বর্ণিত আলোকসজ্জা কর্মসূচির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আলোকসজ্জার বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কোন কোন সরকারি ভবনে আলোকসজ্জা করা হবে তা আগে থেকে নির্বাচন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি মহোদয় ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী **১৫-১২-২০২০ এবং ১৬-১২-২০২০ (উভয় দিন) সন্ধ্যা থেকে রাত ০১ টা পর্যন্ত** আলোকসজ্জা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রদ্বয়সহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার সম্মানিত মেয়রগণকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। সভায় গণপূর্তের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব জানান, মহান বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট, এটার সাথে আমাদের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পৃক্ত। তিনি প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেভাবে চাইবেন সেভাবেই সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তিনি আরও জানান, সাভার স্মৃতিসৌধ, জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নসহ মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করবেন।

অপর পৃষ্ঠা-১৬ দ্রষ্টব্য

৩.০৭ ৪ (ক ও খ) নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত কর্মসূচির মধ্যে ঢাকায় এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় প্রত্যুষে একত্রিশবার তোপধ্বনির বিষয়ে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ জানান, প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সভায় দিবসের তাৎপর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসময়ে তোপধ্বনি কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন, মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন। উক্ত সময়ের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। তিনি স্থানীয় সময় অনুযায়ী তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.০৮ জাতীয় কর্মসূচির ৫, ৬, ৭ ক্রমিকে বর্ণিত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ বিষয়ে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ জানান, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হবে। সভায় বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে সকল কর্মসূচি সরাসরি সম্প্রচার করার অনুরোধ জানানো হয়। সভায় জানানো হয় যে, পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও অনেক অতিথি অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বক্ষণে স্মৃতিসৌধে প্রবেশ করেন। এতে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখে স্থাপিত সকল অবৈধ ছাপড়া দোকান অপসারণসহ রাস্তার দুপাশে অন্যান্য অবৈধ দোকান উচ্ছেদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। মহান বিজয় দিবসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাতীয় স্মৃতিসৌধে দর্শনার্থীদের সমাগম হয় বিধায় দর্শনার্থীদের সুবিধা বিবেচনায় সাভার উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভাকে মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.০৯ জাতীয় কর্মসূচির ৮ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত তেজগাঁও বিমানবন্দরস্থ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, মহান বিজয় দিবসের অন্যতম আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় কর্মসূচি জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসারসহ সামরিক/আধাসামরিক বাহিনী সকাল ১০.৩০ টায় এই কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করবে। এ বিষয়ে সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি জানান, প্রতিবছর যেভাবে বিজয় দিবস উদযাপন করেছি সেই আঙ্গিকেই হবে তবে কলেবরটা একটু ভিন্ন হবে। তিনি জানান, বঙ্গবন্ধুর শত বার্ষিকী উদযাপন এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এ বছর আমাদের চেষ্টা থাকবে যে, এ অনুষ্ঠানকে যত বেশি বর্ণাঢ্য ও মনোমুগ্ধকর করা যায়। তিনি জানান, সম্প্রতি তাঁরা ম্যাক্সিকো সরকার থেকে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর তাদের স্বাধীনতার দুইশত বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ পেয়েছি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ৩৯ সদস্যের একটা কন্টিনজেন যাচ্ছে তাদের দুইশত বছরের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্যারেডে অংশগ্রহণের জন্য।

অপর পৃষ্ঠা-১৭ দ্রষ্টব্য

এই কারণে আমাদের বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য ম্যাক্সিকোকে আমন্ত্রণ জানানোর একটা প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা সাহায্য করেছে বিশেষ করে বন্ধুপ্রতীম ভারত, রাশিয়া এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ যারা আছে যেমন শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান তাদেরকেও আমন্ত্রণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও যদি মন্ত্রণালয় এবং সরকার মনে করে আরো অন্যান্য দেশকে আমন্ত্রণ জানাবে সেক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য দেশকেও আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এজন্য ইতোমধ্যে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সভাপতি সেনা বাহিনীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাবের জন্য। তিনি জানান এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে কারণ এর সাথে আর্থিক বিষয় জড়িত। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, এ বিষয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত হলে implementing ministry হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর প্রস্তাব যদি যুক্তিসংগত হয় সেক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি জানান, সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তাঁরা যে প্যারেড আয়োজন করেন সেটা আন্তর্জাতিক রূপ দেয়ার জন্য গত বছরই এই পরিকল্পনা ছিল। গত বছর তাঁরা ভারত এবং রাশিয়াকে আমন্ত্রণও করেছিলেন কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। তিনি জানান, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তাদের প্রস্তাবে শুধুমাত্র ম্যাক্সিকো'র নাম উল্লেখ ছিল বাকি দেশের কথা আসেনি। তাদের মুল পরিকল্পনায় পূর্ব থেকেই ভারত এবং রাশিয়ার নাম অন্তর্ভূক্ত ছিল। ভারত এবং রাশিয়ার কন্টিজেনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই তারা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এ বিষয়ে আলোচনা করে নীতিগত অনুমোদন চূড়ান্ত করবেন। এছাড়াও তিনি জানান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্বীকৃতিকারী দেশ হিসেবে ভুটান অংশগ্রহণকারী দেশ হতে পারে এবং ম্যাক্সিকো যেহেতু তাদের প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেহেতু ম্যাক্সিকো'কেও তাঁরা আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এই কয়টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ পর্যায়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, যদি এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে কোন কমিটি গঠিত হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভূক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় প্যারেড স্কয়ারের আশেপাশের এলাকা যথাযথভাবে পরিষ্কার/পরিচ্ছন্ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধিকে বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক যে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে তা সরাসরি সম্প্রচার করার অনুরোধ জানানো হয়।

৩.১০ সভাপতি জানান, জাতীয় কর্মসূচির ৮(খ) ক্রমিকে বর্ণিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের যান্ত্রিক বহর সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শনী সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের অংশ বিশেষ বিধায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। সভায় জানানো হয় যে, মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচিতে ভারত ও রাশিয়ার War Veteransদের সস্ত্রীক বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। War Veterans দের সফর কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, তাদের সম্মানে আয়োজিত কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণীয় কর্মসূচি সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ। এছাড়া, যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনের ফিটনেস সংক্রান্ত সনদ যতদ্রুত সম্ভব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হয় যে, কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের যান্ত্রিক বহর প্রদর্শণীতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভগের ০১ (এক)টি করে যানবাহন অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যানবাহনের মাপ ৯ পদাতিক ডিভিশন নির্ধারণ করে দিবে। আগামি ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের যানবাহন, সকল জনবল এবং ধারাভাষ্যের স্ক্রিপ্ট ৯ পদাতিক ডিভিশনের নিকট পৌছানো নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান বা দলের নাম যথাসময়ে ধারাবাহিকভাবে ধারাভাষ্যে অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অপর পৃষ্ঠা-১৮ দ্রষ্টব্য

৩.১১ কর্মসূচির ৯ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল জেলা এবং উপজেলা সদরে বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, বিএনসিসি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ জেল দল, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড এবং শিশু কিশোর সংগঠন (যেখানে সম্ভব) কর্তৃক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান এর বিষয়ে সভায় নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানান। এছাড়াও সভায় বিজয় দিবস ও সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের সকল স্তরে নিরাপত্তা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩.১২ কর্মসূচির ১০ ক্রমিকে বর্ণিত বাদ্য পরিবেশনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সদরঘাট এবং ঢাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অন্যান্য বছরের ন্যায় বাদক দল কর্তৃক বাদ্য পরিবেশন করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

৩.১৩ সভায় জাতীয় কর্মসূচির ১১ ক্রমিকে বর্ণিত চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা (নারায়নগঞ্জ) ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে/এককভাবে এবং চাঁদপুর ও মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় কোষ্টগার্ডের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে সকল আয়োজন সম্পন্ন করার অনুরোধ জানানো হয়।

৩.১৪ সভায় জাতীয় কর্মসূচির ১২ (ক) ও (খ) নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়। গতবারের মত এবারও ঢাকা সিটি তে মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদানের জন্য ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়।

৩.১৫ জাতীয় কর্মসূচির ১৩ ক্রমিকে বর্ণিত জেলা ও উপজেলা সদরে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, T-20 ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব) ফুটবল, কাবাডি ও হাডুডু খেলার আয়োজন করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজনের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি প্রস্তুত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, মহিলাদের জন্য এ ধরণের পৃথক কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণের জন্যও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

৩.১৬ ১৪ ক্রমিকে বর্ণিত বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি/বান্দরবান, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গারো কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি (নেত্রকোনা), মনিপুরী একাডেমি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাঁওতাল সম্প্রদায়, রাজশাহী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, রাখাইন সম্প্রদায়, কক্সবাজার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, এ মন্ত্রণালয়ের ১৭টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে তার মধ্যে ৭টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট আছে। সবাই স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিষদের সাথে সমন্বয় করে তাদের দিক নির্দেশনা মোতাবেক দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করে থাকে। তারা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। এছাড়াও অনেক দপ্তর/সংস্থা আছে সবগুলোই পৃথক পৃথকভাবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দিবসগুলো পালন করে থাকে। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির কাছে জানতে যান যে, মন্ত্রণালয়ের অধিন ৭টি ক্ষুদ্র নৃ-

অপর পৃষ্ঠা-১৯ দ্রষ্টব্য

গোষ্ঠী রয়েছে তারা কি ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসগুলো উদযাপন করে থাকে। এ বিষয়ে প্রতিনিধি জানান, মুলত জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করেই তাঁরা কার্যক্রম করে। এ পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, এ দিবসগুলোতে তারা তাদের নিজস্ব ভাষায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, চিত্রাংকন, উপস্থিত বক্তৃতা করা, ভাষনের উপর চর্চা করাসহ বিভিন্ন ধরনের, কর্মসূচি তারা নিজেরা নিয়ে থাকে। এছাড়াও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি জানান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার পরেই তাঁদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল দপ্তর/সংস্থাকে একটি সভা হবে। উক্ত সভায় কর্মসূচি গ্রহণ করে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে। তবে করোনা পরিস্থিতির অবস্থার উপর নির্ভর করে ছাত্র/ছাত্রীদের সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, যেহেতু টিকা দান কর্মসূচি চলছে সেহেতু আমরা আশা করতে পারি করোনা পরিস্থিতি'র উন্নতি হবে। এ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, তাঁদের এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩টি জেলায় ০৩টি জেলা পরিষদ রয়েছে। তারা বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে থাকে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরিবারের সন্তানদের এককালীন শিক্ষা অনুদান, বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগীতা, কবিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগীতা ইত্যাদি। এছাড়াও ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠীর মাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এছাড়াও একটি বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে এবার সেটি হচ্ছে, জাতির পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী বিভিন্ন ক্ষুদ্র-নৃ গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ এবং প্রকাশ করা হবে যাতে অন্য ভাষায় যারা কথা বলে তারাও জাতির পিতার জীবনী পড়তে পারবে।

৩.১৭ ১৫ (ক) ক্রমিকে বর্ণিত 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়াম এর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও যথাযথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের সহায়তায় সকল মোবাইল ব্যবহারকারীদের SMS (Short Massage Service) এর মাধ্যমে মহান বিজয় দিবসের বার্তা প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩.১৮ ১৫ (খ) ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সভায় আহবান জানানো হয়। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত কর্মসূচিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের ভাষায় বিবৃত রোমাঞ্চকর গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসমূহ শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট যথাযথ নির্দেশনা প্রেরণ করতে পারে। সভায় উক্ত কর্মসূচি সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩.১৯ জাতীয় কর্মসূচির ১৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যথাসময়ে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

৩.২০ ১৭ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় সিনেমা হলসমূহে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র/ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী হয় কিনা এ বিষয়ে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানতে চাইলে গণ যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সিনেমা হলগুলোতে আমাদের জেলা তথ্য অফিসের তদারকিতেই এই বিশেষ দিবসগুলোতে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনির আয়োজন করা হতো। এখন সেন্ট্রালি জাজ মাল্টিমিডিয়া থেকে সারা দেশে অনলাইনে সিনেমা হলগুলোতে তাদের মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হয়। এজন্য গত কয়েক বছর ধরে তথ্য মন্ত্রণালয় সরাসরি জাজ মাল্টিমিডিয়া এবং সিনেমা হল মালিক সমিতির ও প্রযোজক পর্যায়ের কর্মকর্তা যারা ঢাকায় রয়েছেন তাদেরকে মন্ত্রণালয়ে ডেকে সিনেমা হলগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসন এবং তথ্য কর্মকর্তা বিষয়টি মনিটরিং করেন। সিনেমা হলগুলোতে কোন্ কোন্ ছবি প্রদর্শিত হবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানান।

অপর পৃষ্ঠা-২০ দ্রষ্টব্য

৩.২১ ১৮ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, প্রতিবছরের মত এ বছরও সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব এর বাণী প্রকাশের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

৩.২২ কর্মসূচির ১৯ ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়ে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে মসজিদ, মন্দির. গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে মোনাজাত/প্রার্থনার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানানো হয়। সভায় দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়।

৩.২৩ জাতীয় কর্মসূচির ২০ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানা, ডে-কেয়ার ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র, শিশু পরিবার ও ভবঘুরে প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানান, উন্নতমানের খাবার সরবরাহের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানান।

৩.২৪ জাতীয় কর্মসূচির ২২(ক) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিত্তিক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল মিশনে মহান বিজয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা এবং যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ পর্যায়ে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নাম অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.২৫ জাতীয় কর্মসূচির ২২(খ) ক্রমিকে বর্ণিত বিদেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ এর বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। সভায় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বিদেশী দৈনিক পত্রিকায় মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৩.২৬ জাতীয় কর্মসূচির ২৩ ক্রমিকে বর্ণিত ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান প্রধান সড়ক, সড়কদ্বীপসমূহ এবং বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন পতাকা দ্বারা সজ্জিতকরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া বাস, রেল, স্টিমার, লঞ্চ, জাহাজ, যানবাহন পতাকা দ্বারা সজ্জিত না করণের বিষয়ে সভায় একমত প্রকাশ করা হয়। তবে বাস স্টেশন, লঞ্চ ঘাট, ফেরীঘাট জাতীয় পতাকাসহ অন্যান্য পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা যেতে পারে। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিভিআইপিগণের পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে ঢাকা-সাভার যাতায়াত পথের সড়ক সংস্কার, মেরামত এবং সড়ক দ্বীপ/ডিভাইডার রং করার বিষয়ে পূর্ব হতেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এছাড়া রাস্তার উভয় পাশের ঝোপ-জঙ্গল, আবর্জনা, পরিষ্কার করার জন্য সাভার সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা মেয়রের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে কোন প্রকার ফেস্টুন, পোস্টার, ব্যানার ওভারহেড তোরণ নির্মাণ না করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩.২৭ জাতীয় কর্মসূচির ২৪ ক্রমিকে বর্ণিত দেশের সকল শিশু পার্ক শিশুদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা প্রসঙ্গে সভায় আলোচনা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

৩.২৮ জাতীয় কর্মসূচির ২৫ ক্রমিকে বর্ণিত জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আলোচনা সভা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

অপর পৃষ্ঠা-২১ দ্রষ্টব্য

৩.২৯ জাতীয় কর্মসূচির ২৬ ক্রমিকে বর্ণিত বিনা টিকিটে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি মহোদয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উন্মুক্ত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জাদুঘরসমূহ সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান।

৩.৩০ জাতীয় কর্মসূচির ২৭ ক্রমিকে বর্ণিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর ও উন্মুক্ত মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র/পোস্টার প্রদর্শনীসহ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

৩.৩১ জাতীয় কর্মসূচির ২৮ ক্রমিকে বর্ণিত স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তির বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যথা সময়ে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও সভায় স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তির সময়সূচির বিষয়ে যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি জানান, এবারের মহান বিজয় দিবস ২০২১ এ মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভিন্ন আঙ্গিকে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে অবমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৩২ অধিকন্তু, সভায় বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

৩.৩৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী যথাসময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী ভিডিওতে ধারণ করে বাংলাদেশের সকল মিশনসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাণীও সংযোজন করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.৩৪ মহান বিজয় দিবসে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (সরকারি/বেসরকারি) মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। সকল সরকারি কর্মচারীকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।**

৩.৩৫ সকল সরকারি আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনসহ ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান উঁচু ভবনসমূহে সঠিক মাপ ও রঙের জাতীয় পতাকা যথাযথ ভাবে উত্তোলন করতে হবে। পতাকা বিধি অনুযায়ী জাতীয় পতাকার মাপ, রং এবং ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং বেতার-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

৩.৩৬ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবন/স্থাপনাসমূহে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন সরকারি ভবনে আলোকসজ্জা করা হবে তা আগে থেকে নির্বাচন করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি ভবনের মালিকগণ।

অপর পৃষ্ঠা-২২ দ্রষ্টব্য

৩.৩৭ ঢাকায় এবং দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ (একত্রিশ) বার তোপধ্বনির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথম তোপধ্বনি থেকে পরবর্তী তোপধ্বনিসমূহের বিরতি (Gap) একই হতে হবে। মহান বিজয় দিবসের প্রত্যুষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পক্ষে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে দেশের অন্য কোন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠান অথবা তোপধ্বনির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি নির্দেশনা জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বাংলাদেশ পুলিশ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

৩.৩৮ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে হবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধের সম্মুখের সীমানা প্রাচীরের সাথে অবস্থিত দোকানপাট এবং বাসস্ট্যান্ড দ্রুত অপসারণ করতে হবে। লেকের পানি নিয়মিত পরিষ্কার করা এবং প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান রেখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ঢাকা-সাভার স্মৃতিসৌধের রাস্তা সংস্কার, মেরামত, রং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঢাকা হতে সাভার স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত রাস্তার পাশে পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার ও ওভারহেড তোরণ নির্মাণ করা যাবে না।

বাস্তবায়নেঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, ঢাকা, জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাভার, মেয়র, সাভার পৌরসভা;

৩.৩৯ আসন্ন মহান বিজয় দিবসের সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান সকাল ১০.৩০ টায় আরম্ভ হবে। তবে সেক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমতিক্রমে সময়সূচি চূড়ান্ত হবে। অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্য যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বর্ণনা করার নিমিত্ত ধারাভাষ্য মঞ্চ থেকে যাতে কুচকাওয়াজ ও যান্ত্রিক কলাম সহজে দৃশ্যমান হয়, সে রকম স্থান নির্ধারণ করতে হবে। প্যারেড স্কয়ারের আশেপাশের এলাকা যথাযথভাবে পরিষ্কার/পরিচ্ছন্ন করতে হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক বিভিন্ন বাহিনী কর্তৃক যে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হবে সেটা সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে। প্যারেড স্কয়ারের পোডিয়ামের সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ পদাতিক ডিভিশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, সিভিল এভিয়েশন, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ/ বিআরটিএ, ঢাকা।

৩.৪০ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের যান্ত্রিক বহর প্রদর্শনীতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভগের ০১ (এক)টি করে যানবাহন অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যানবাহনের মাপ ৯ পদাতিক ডিভিশন নির্ধারণ করে দিবে। আগামি ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের যানবাহন, সকল জনবল এবং ধারাভাষ্যের স্ক্রিপ্ট ৯ পদাতিক ডিভিশনের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠান বা দলের নাম যথাসময়ে ধারাবাহিকভাবে ধারাভাষ্যে অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, যান্ত্রিক বহরে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যানবাহনের ফিটনেস সংক্রান্ত সনদ যত দ্রুত সম্ভব প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ বিআরটিএ, ঢাকা।

৩.৪১ মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচিতে ভারত ও রাশিয়ার War Veterans দের সস্ত্রীক বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.৪২ চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর, ঢাকার সদরঘাট, পাগলা (নারায়নগঞ্জ) ও বরিশাল বিআইডব্লিউটিসি এর ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে/ এককভাবে এবং চাঁদপুর ও মুন্সীগঞ্জ লঞ্চঘাটে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের জাহাজসমূহ বিকাল ২টা হতে ঐদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ।

অপর পৃষ্ঠা-২৩ দ্রষ্টব্য

৩.৪৩ সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ পরিবারের সদস্যগণের সংবর্ধনা' প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ সিটি কর্পোরেশন (সকল), জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)।

৩.৪৪ 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক আলোচনা ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (সকল), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), মেয়র, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা।

৩.৪৫ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ জাতীয় পর্যায়ে/সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আবৃত্তি এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচিটি উদযাপনের ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের উপস্থিতিতে তাঁদের কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩.৪৬ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি বেতার/টিভি চ্যানেলে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ভিত্তিক অনুষ্ঠানমালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়।

৩.৪৭ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যাদায় সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকাশিতব্য ক্রোড়পত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিবের বাণী প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রোড়পত্রের খসড়া প্রস্তুত করে তা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতঃ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ তথ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.৪৮ বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ সকল সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার জাদুঘর বিনা টিকিটে সকাল-সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখতে হবে;

বাস্তবায়নেঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

৩.৪৯ জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে জনমত সৃষ্টির জন্য সকল মসজিদে বাদ জোহর মোনাজাত এবং মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের সকল মসজিদের ইমামগণকে কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় , ইসলামিক ফাউন্ডেশন।**

স্মারক নং ৪৮.০০.০০০০.০০১.৪২.০০১.২১- ২৩

তারিখ: ০১ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/সেনাবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী/ নৌবাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ নৌবাহিনী/বিমান বাহিনী প্রধান, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ/জননিরাপত্তা বিভাগ/স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ/প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/কৃষি মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩) মহা-পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা/প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৪) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/রাষ্ট্রপতির কার্যালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/রেলপথ মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/পরিকল্পনা বিভাগ/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ/ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ/ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়/ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/সেতু বিভাগ/বিদ্যুৎ বিভাগ/দুর্নীতি দমন কমিশন/পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/ ভূমি মন্ত্রণালয়/ শিল্প মন্ত্রণালয়/সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ/ আইন ও বিচার বিভাগ/রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, বঙ্গভবন, ঢাকা।

৫) এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা

৬) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা/মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, ঢাকা।

৭) জিওসি, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

৮) মহাপরিচালক (বিজিবি), বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী/মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব ফোর্সেস সদর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯/মহাপরিচালক, কোষ্ট গার্ড সদর দপ্তর, আগারগাঁও, , ঢাকা-১২০৭।

৯) বিভাগীয় কমিশনার (সকল বিভাগ)।

১০) পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।

১১) প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর/প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

১২) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৩) মহাপরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল

১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

১৫) মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর/মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন/মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

১৬) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি, গুলশান, ঢাকা/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা।

১৭) প্রশাসক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, মগবাজার, ঢাকা।

১৮) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/মহাপরিচালক, বিএনসিসি, ঈশাখা এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা।

১৯) কারা মহাপরিদর্শক, কারা মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কারা অধিদপ্তর।

২০) সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/ ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, আগারগাঁও, ঢাকা/ নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা।

২১) জেলা প্রশাসক (সকল জেলা)।

২২) পুলিশ সুপার, ঢাকা।

২৩) মন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপসচিব), মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।

অপর পৃষ্ঠা-২৫ দ্রষ্টব্য

২৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২৫) চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৬) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, আরবরি কালচার, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৭) সিনিয়র তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৮) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল উপজেলা)।
২৯) সিস্টেম এনালিস্ট , আইটি সেল শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
৩০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩১) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৩২) যুগ্ম সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

(কাজী আবেদ হোসেন)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
টেলিফোন-৯৫৭৮৬৪৮
info.molwa@yahoo.com